DEC. 9 2000

তারিখ ... ... ... ... ... ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# গণ 'শো-কজ' : বিএম কলেজের মাস্টার্স পরীক্ষার্থীরা দিশেহারা

বরিশাল ব্যুরো :

পরীক্ষা অনুষ্ঠানের মাসখানেক পর সরকারি বিএম কলেজের মাস্টার্স ফাইনালের শতাধিক পরীক্ষার্থীকে 'কেন বহিষ্কার করা হবে না' মর্মে কারণ দর্শাতে নোটিশ পাঠিয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। কারণ দর্শাতে সময় দেয়া হয়েছে ১০ দিন। পরীক্ষার্থীরা ওই নোটিশ পেয়ে এখন দিশেহারা। কলেজ কর্তৃপক্ষও ওই নোটিশের ব্যাপারে কিছুই জানে না। তাদের কাছে কোন নোটিশ পাঠানো হয়নি।

পরীক্ষার্থী এবং কলেজ সূত্রে জানা গেছে, গত ২০ জুন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিলেন্স টিম বিএম কলেজে আসে। তারা ৩টি সেমিনার রুমে অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের দেখে সন্দেহ করেন যে, ওই পরীক্ষার্থীরা বিশেষ কোন সুবিধা গ্রহণ করছে। পরিদর্শকরা গোপনে পরীক্ষা বিভাগ থেকে ওই রুমগুলোর পরীক্ষার্থীদের রোল নম্বর সংগ্রহ করেন। সম্প্রতি তাদের বিরুদ্ধে ওই নোটিশ পাঠানো শুরু হয়। এমনকি ওইদিন যারা পরীক্ষায় অংশ নেয়নি তাদের নামেও শোকজ করা হয়। নোটিশ পাঠানো হয় সরাসরি পরীক্ষার্থীদের বাড়ির ঠিকানায়।

কলেজ কর্তৃপক্ষ জানান, কলেজের নতুন ব্লকের ক্লাসরুমে স্থান সংকুলান না হওয়ায় পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামের ইতিহাসের পরীক্ষার্থীদের সেমিনার রুমে আসন দেয়া হয়। ভিজিলেন্স টিমের সন্দেহ হলে তারা অধ্যক্ষের সঙ্গে আলাপ করতে পারতেন। তাদের ওই নোটিশ পাঠানো যুক্তিসঙ্গত হয়নি। ক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীরা

দিশেহারা : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৫

## দিশেহারা : শোকজ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ওই নোটিশের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়ার জন্য উচ্চ আদালতে যাওয়ার চিন্তা করছে। তাদের কথা– আমাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করার অধিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই।

### আরও কথা

আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ও ডিগ্রি পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ভিজিলেন্স টিমে অন্তর্ভুক্ত হতেন। পরে ওই টিমে বিভিন্ন কলেজের শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেকশন অফিসারদের ওই টিমে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এ প্রথার বিরুদ্ধে বরিশালের বিএম কলেজ এবং খুলনার বিএল কলেজ আপত্তি তোলে। ওই শিক্ষকদের দাবি, সেকশন অফিসাররা কখনও হলে শিক্ষকদের ওপর খবরদারি করতে পারেন না। তাদের এ প্রতিবাদে রুষ্ট হন সেকশন অফিসাররা। এ নিয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় তাদের মধ্যে।